আসমানি কিতাব শিক্ষা

চতুর্থ খণ্ড

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৬ষ্ঠ পাঠ

খোদাকে আমাদের নিজের করে নেয়া

খোদার আশ্চর্যদান এবং তাঁর ক্ষমতা যা তিনি নিজেই আমাদের জন্য দান করেছেন তা যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব তখন আমাদের মন অস্থির হতে পারে। সাথে সাথে এর পক্ষে সাড়া দিবার জন্য আমরা নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে পারি, "এরপর আমার কি করা উচিত?" তাঁর দেয়া নাজাতের মধ্য দিয়ে কিভাবে আমরা খোদাকে আন্তরিকতার সহিত নিজের করে নিতে পারি? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা ৬ষ্ঠ পাঠের মাধ্যমে পাব ঃ *অন্য সমস্ত কিছুর পরিবর্তে মসীহ্ যেন আমাদের হৃদয়ে বাস করেন এবং তিনিই যেন আমাদের জীবনের প্রভু হন, সেজন্য আমাদের জীবনে অবশ্যই তাঁকে দাওয়াত দিতে হবে অর্থাৎ আহ্বান করতে হবে।* এই বিষয়টি বুঝতে নিম্নে উল্লেখিত পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াতসমূহ আমাদের সাহায্য করবে।

নবীদের কিতাব

যিরমিয় ২৪ ঃ ৭ আয়াত- আমিই যে মাবুদ তা জানবার দিল আমি তাদের দেব। তারা আমার বান্দা হবে আর আমি তাদের আল্লাহ্ হব, কারণ সমস্ত দিল দিয়েই তারা আমার কাছে ফিরে আসবে।

আল-জবুর

১৩ রুকু ৫ আয়াত- কিন্তু আমি তোমার অটল মহব্বতের উপর ভরসা করেছি; তুমি আমাকে রক্ষা করবে বলে আমার অন্তর আনন্দিত।

ইঞ্জিল শরীফ

প্রকাশিত কালাম ৩ ঃ ২০ আয়াত- দেখ, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঘাত করছি। কেউ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেয় তবে আমি ভিতরে তার কাছে যাব এবং তার সংগে খাওয়া-দাওয়া করব, আর সে-ও আমার সংগে খাওয়া-দাওয়া করবে।

আল-কোরআন

সূরা রা'দ ২৭-২৯ আয়াত- তিনি তাহাদিগকে তাঁর পথ দেখাল যারা তাঁর অভিমুখী, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রকাশ হয়; জানিয়া রাখ; আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়;

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।

সুসংবাদ কি! অনুতাপকারীকে খোদা পরিচালনা দান করেন। চিন্তা করুন, অনুতাপ এবং ঈমানই আমাদের হৃদয়কে বিশ্রামের দিকে পরিচালিত করে। আমাদের অবশ্যই খোদার বাধ্য হতে হবে এবং তাঁর প্রেরিত ব্যক্তি যাঁকে খোদা ইহকাল এবং পরকাল উভয়ের নাজাতদাতা, রক্ষাকর্তা এবং মধ্যস্থকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেই মসীহ্, যাঁকে ঈমানে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। আর তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করার জন্য খোদার কাছে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বলতে হবে; যেন তিনি আপনার হৃদয়কে পরিষ্কার করে অনুতাপ ও ঈমানে জীবন-যাপন করতে সাহায্য করেন।

একজন লোক একটি উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় আরোহন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেজন্য তিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিলেন এবং সাথে একজন পথ নির্দেশককেও নিলেন। তিনি লক্ষ্য স্থির রেখে যাত্রা আরম্ভ করলেন। তারা মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়ার জন্য সামান্য বিরতি নিয়ে পথ চলা অব্যাহত রাখে। একসময় একটা সরুপথ ধরে চলতে চলতে বুঝতে পারল যে, তারা পথ ভুল করেছে এবং চর্তুদিকে শুধু ভীতিকর জংগল ও খাড়া পাহাড়।

হঠাৎ তারা একটি গভীর খাদের সামনে এসে পৌছাল। পথ নির্দেশক খাদের কিনারায় এসে তা পরীক্ষা করে দেখল। সে ঐ খাদের মধ্যে একটি শক্ত পাথর দেখতে পেল এবং তা পরীক্ষা করে দেখল ঐ পাথরের উপর থেকে লাফ দিলে অন্যপারে যাওয়া যাবে। একইভাবে তার মালিককেও সেই কাজটি যে করতে হবে তা জানাল।

কিন্তু তার মালিকের ভয় হচ্ছে লাফ দিতে গিয়ে যদি নীচে পড়ে যায় তাহলে তো তার মৃত্যু হবে। সেই চিন্তা করে তিনি প্রত্যেকবার লাফ দিবার জন্য প্রস্তুত হয়েও সাহস করতে পারছে না। অবশেষে পথ নির্দেশক শক্ত পাথরের সাথে নিজেকে বাঁধল এবং সে শক্ত ভাবে মাটির উপর দাঁড়াল। তারপর তার হাত লম্বা করে আরোহনকারী মালিকের দিকে এগিয়ে দিল। সে তাকে বলল, যেন তার হাতকে শক্ত করে ধরে তিনি লাফ দেন। কিন্তু তখনও সেই আরোহনকারী ভয়ে লাফ দিতে দ্বিধা করছিল। তখন পথ নির্দেশক তার দিকে তাকিয়ে বলল, "মহাশয়, এই হাত অনেক আরোহনকারীকে এভাবে সাহায্য করেছে এবং ইহা কখনও একবারের জন্যও ব্যর্থ হয় নাই। ইহার উপর আস্থা রাখুন এবং লাফ দিন।"

শেষ পর্যন্ত পর্ব্বত আরোহনকারী লাফ দিল। দেখা গেল, তারা নিরাপদে অন্য পাশে চলে গিয়েছে। আর আনন্দের সাথে তিনি পর্ব্বতের চূড়ার দিকে গন্তব্যে পুনরায় রওনা হয়েছিল।

আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে যে, আমরা এক অত্যন্ত উচুঁ পথের চূড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি যা আমাদেরকে খোদার শান্তি ও অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। এই

চলার পথে খোদার কুদরতি হাতের যে সাহায্য; তাতে ঈমানের কোন রকম অবজ্ঞা বা হীনমন্যতা কাজ করছে কি না সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য যে কুদরতি হাত সলীবের উপরে আহত হয়েছেন তাঁর উপর আমাদের অবশ্যই ঈমান রাখা প্রয়োজন। আমাদেরকে সংকটজনক অবস্থার থেকে রক্ষা করার জন্য খোদার কুদরতি হাতই নির্ভরযোগ্য যা ইতিমধ্যে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। সেই বিষয়ে নিম্নে উল্লেখিত আল-কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াতসমূহ সাক্ষ্য বহন করে।

নবীদের কিতাব

১ম খান্দাননামা ২২ ঃ ১৯ আয়াত- এখন আপনারা আপনাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানবার জন্য আপনাদের সমস্ত মন-প্রাণ স্থির করুন।

ইহিস্কেল ১৮ ঃ ৩১-৩২ আয়াত- তোমাদের সমস্ত অন্যায় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে দূর কর এবং তোমাদের দিল ও মন নতুন করে গড়ে তোল। কেন তোমরা মরবে? আমি কারও মৃত্যুতে খুশী হই না। তোমরা তওবা করে বাঁচ। আমি আল্লাহ্‌ মালিক এই কথা বলছি।

আল-জবুর

১১৯ রুকু ১৪৫ ও ১৪৯ আয়াত- আমার সমস্ত দিল দিয়ে আমি তোমাকে ডাকছি; হে মাবুদ, আমাকে জবাব দাও। ----তোমার অটল মহব্বত অনুসারে তুমি আমার কথা শুন; হে মাবুদ, তোমার শরীয়ত অনুসারে তুমি আমাকে নতুন শক্তি দাও।

২৮ রুকু ৭ আয়াত- মাবুদই আমার শক্তি ও আমার ঢাল; আমার অন্তর তাঁর উপরে ভরসা করে, তাই আমি সাহায্য পেয়েছি; সেইজন্য আমার অন্তর আনন্দে ভরে উঠেছে।

ইঞ্জিল শরীফ

রোমীয় ১০ ঃ ১০ আয়াত- কারণ হৃদয়ে ঈমান আনবার ফলে আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন আর মুখে স্বীকার করবার ফলে নাজাত দেন।

ইব্রাণী ১০ ঃ ২২-২৩ আয়াত- সেইজন্য ঈমানের মধ্য দিয়ে যে নিশ্চয়তা আসে, এস, আমরা সেই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় খাঁটি দিলে আল্লাহ্‌র সামনে যাই; কারণ দোষী বিবেকের হাত থেকে আমাদের হৃদয়কে রক্ত ছিটিয়ে পাক-সাফ করা হয়েছে এবং পরিস্কার পানি দিয়ে আমাদের শরীরকে ধোয়া হয়েছে। ---- এস, আমরা স্থির হয়ে তাঁর কথা স্বীকার করতে থাকি, কারণ যিনি ওয়াদা করেছেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য।

সূরা হাশর ২২ আয়াত- ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা।

খোদা-ই মাত্র একজন যিনি ঈমান দিয়ে থাকেন। যদি তিনি তা না দেন তাহলে আমরা তা কখনও পেতে পারি না। ভাল কাজের মধ্য দিয়ে ঈমান অর্জন করার ব্যাপারে এমনকি পবিত্র কোরআনেও বলা হয় নাই। কিন্তু যখন একজন লোক ঈমানে হযরত ঈসা মসীহ্কে হৃদয়ে গ্রহণ করে, তখন খোদা তার মধ্যে পাক-রূহ্ দান করে থাকেন। ইহাই হল, "তাহাদিগকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা" এর তাৎপর্য।

সূরা তাগাবুন ১১ আয়াত- যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

সূরা নিসা ১১০ আয়াত- কেহ কোন মন্দ কার্য করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।

এই আয়াত দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি কেউ সত্যিকারের অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে খোদার কাছে আসে, তিনি কখনও তাকে দূরে সরিয়ে দিবেন না।

আমাদের জীবনে নাজাত দান করবার জন্য খোদা তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছেন। আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করছি? এ প্রশ্নের উত্তর এখন আপনার হাতে। খোদা আমাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে গ্রহণ করা বা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকা এর যে কোন একটি আপনাকে মনোনীত করতে হবে। আপনি কোন পথ ধরে আপনার জীবনকে পরিচালনা করতে চান সেই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

যখন আমরা হযরত ঈসা মসীহ্তে ঈমানের মধ্য দিয়ে খোদার দেয়া দানকে গ্রহণ করি তখন আমরা তাঁর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করতে পারি; সে বিষয়ে পরবর্তী ৭ম পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি যথেষ্ট সময় দিয়ে ৬ষ্ঠ পাঠ শেষ করেছেন। এখন আর একটি মাত্র পাঠ অবশিষ্ট রয়েছে। তার পূর্বে ৬ষ্ঠ পাঠের সাথে সংযুক্ত প্রশ্নপত্রটি পূরণ করে আমাদের ডাকযোগের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

আমরা বিশ্বাস করি, এই কোর্সের মাধ্যমে আপনি আপনার রূহানিক জীবনের জন্য অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন। এখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিবার দায়িত্ব আপনার।

আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করি, তিনি যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে তৌফিক দান করেন। আমেন।

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৬ষ্ঠ পাঠ

খোদাকে আমাদের নিজের করে নেয়া

"প্রশ্নপত্র"

১. খোদা কাকে ভালবাসেন?
   ক) অনুতাপকারীকে ঃ
   খ) গুনাহ্ থেকে যে বের হয়ে আসতে চায় না তাকে।
   গ) একজন ভাল মানুষকে।

২. পর্বত আরোহী গভীর খাদটি পার হতে নির্ভর করেছিল-
   ক) শক্ত দঁড়ি, পাথর ও মাটির উপর।
   খ) পথ-নির্দেশকের উপর।
   গ) অলৌকিক কোন শক্তির উপর।

৩. মানবজাতির মৃত্যুতে অর্থাৎ দোযখে যাওয়াতে কি খোদা খুশি?
উত্তর ঃ ----------
---

৪. নাজাত লাভের জন্য কার উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে?
উত্তর ঃ ----------
---

৫. ইঞ্জিল শরীফ; ইব্রাণী ১০ ঃ ২২-২৩ আয়াত সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন।
উত্তর ঃ ----------

---

৬. সূরা হাশর ২২ আয়াত-"তাহাদিগকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা" এর তাৎপর্য কি?
উত্তর ঃ ----------

---

৭. খোদা তাদেরকে ক্ষমা করেন ও সুপথে পরিচালিত করেন, যারা-
   ক) মন্দ কার্য করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে।
   খ) শরীয়ত পালন করতে চেষ্টা করে।
   গ) সত্যিকারের অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে খোদার কাছে আসে।

৮. খোদা কাকে আমাদের নাজাতদাতা হিসেবে মনোনীত করেছেন?
   ক) হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে
   খ) হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্‌কে
   গ) হযরত মোহাম্মদ (সঃ)কে

৯. আপনি কোন পথ ধরে আপনার জীবনকে পরিচালিত করতে চান?

উত্তর ঃ ----------
---

১০. এ পাঠ থেকে আপনার উপলব্ধি সংক্ষেপে লিখুন।

ক্রমিক নং ঃ
নাম ঃ ---------- বয়স----------

শুধুমাত্র প্রশ্নপত্রখানা পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ধন্যবাদ।

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৭ম পাঠ

যখন আমরা খোদার দান গ্রহণ করি, তখন আমরা তাঁর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করি

যদি আপনি হযরত ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনে থাকেন, তাহলে আপনি তাঁর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন? ঈমান আনার ফল সম্পর্কে ৭ম পাঠে বলা হয়েছে ঃ *যখন আমরা হযরত ঈসা মসীহকে গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের গুনাহের ক্ষমা লাভ করি।* আমাদের সাথে খোদার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমাদের হৃদয়ে শান্তি আসে এবং জীবনে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন আসে। আমাদের জীবনে আমরা কে কি করি এবং আমাদের জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করি তা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, যা আমরা পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে বুঝতে পারি।

নবীদের কিতাব

ইহিস্কেল ৩৬ ঃ ২৬-২৭ আয়াত- আমি তোমাদের ভিতরে নতুন দিল ও নতুন মন দিব; আমি তোমাদের কঠিন দিল দূর করে নরম দিল দিব। তোমাদের ভিতরে আমি আমার রূহ্ স্থাপন করব এবং এমন করব যাতে তোমরা আমার সব নিয়ম পালন কর।

আল-জবুর

১১৯ রুকু ১৬২-১৬৫ আয়াত- যুদ্ধে যাওয়া জিনিষপত্র নিয়ে লোকে যেমন আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি তোমার ওয়াদার জন্য আমি আনন্দ পাই। ---- তোমার ন্যায়পূর্ণ শরীয়তের জন্য দিনে সাতবার আমি তোমার প্রশংসা করি। যারা তোমার নির্দেশ ভালবাসে তারা খুব শান্তি পায়; কোন কিছুতেই তারা উচোট খায় না।

ইঞ্জিল শরীফ

ইউহোন্না ১ ঃ ১২-১৩ আয়াত- তবে যতজন তাঁর উপর (মসীহ্; "খোদার কালাম" বা কালেমাতুল্লাহ্) ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি, কিন্তু আল্লাহ্ থেকেই হয়েছে।

আল-কোরআন

সূরা মুমিন ২-৩ আয়াত- ----- পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র, -যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী।

খোদা সর্বশক্তিমান এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু তিনি দিতে পারেন। তিনি আমাদের ক্ষমা করেন এবং গ্রহণ করেন, কিন্তু যদি আমরা তাঁর কাছে না আসি তবে আমরা তাঁর বিচারের অধীন হয়ে যাই যা অত্যন্ত কঠোর।

আমাদের এ ঈমান থাকা প্রয়োজন যে, নাজাত গ্রহণ করার জন্য খোদার সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভরশীল হওয়া উচিত। খোদা একজন পবিত্র ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন; যেন তিনি আমাদের গুনাহ্‌র নাজাত দান করে অনন্তজীবন লাভ করতে সাহায্য করেন। যদি আপনি বুঝতে পারেন যে, আপনি একজন গুনাহ্‌গার এবং খোদার ক্ষমা লাভে সক্ষম নন, তাহলে এখনই আপনি হযরত ঈসা মসীহ্‌র উপর ঈমান এনে খোদার ক্ষমা লাভ করতে পারেন। হযরত ঈসা বলেছেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই কিন্তু অসুস্থ লোকদের জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন। আর আমি এসেছি ধার্মিকদের জন্য নয় কিন্তু গুনাহ্‌গারদের নাজাত দান করতে।

আপনি কি নিজেকে গুনাহ্‌গার মনে করেন? তাহলে আপনার জন্যও হযরত ঈসা মসীহ্ এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করেছেন এবং ভবিষ্যতের গুনাহ্‌র প্রলোভনকে প্রতিরোধ করবার জন্য সাহায্য করবেন।

আল-জবুর

৩২ রুকু ৫ আয়াত- তখন আমার গুনাহ্ আমি তোমার (আল্লাহ্র) কাছে স্বীকার করলাম, আমার অন্যায় আমি আর ঢেকে রাখলাম না। আমি বলেছিলাম, "আমার বিদ্রোহের কথা আমি মাবুদের কাছে স্বীকার করব।" তাই গুনাহের দরুন আমার দোষ তুমি মাফ করে দিলে।

ইঞ্জিল শরীফ

রোমীয় ৫ ঃ ৮-৯ আয়াত- কিন্তু আল্লাহ্ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্গার থাকতেই মসীহ্ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তাহলে মসীহের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে তখন আমরা মসীহের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাব।

ইফিষীয় ২ ঃ ১-১০ আয়াত- অবাধ্যতা আর গুনাহের দরুন তোমরা মৃত ছিলে। দুনিয়ার চিন্তাধারা অনুসারে তোমরাও এক সময় সেই অবাধ্যতা আর গুনাহের মধ্যে চলাফেরা করতে। যে রূহ্ আসমানের ক্ষমতাশালীদের বাদশাহ্ সেই দুষ্ট রূহ্ আল্লাহ্র অবাধ্য লোকদের মধ্যে কাজ করছে, আর তোমরা সেই রূহের পিছনে পিছনে চলতে। আমরা সবাই আমাদের গুনাহ্ স্বভাবের কামনা পূর্ণ করে সেই লোকদের মধ্যে এক সময় জীবন কাটাতাম। গুনাহ্-স্বভাব থেকে যে সব ইচ্ছা এবং চিন্তা জাগে আমরা সেই অনুসারে কাজ করতাম। এই স্বভাবের জন্য আমরাও অন্য সকলের মত আল্লাহ্র গজবের অধীন ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ মমতায় পূর্ণ; তিনি আমাদের খুব মহব্বত করেন। এজন্য অবাধ্যতার দরুন যখন আমরা মৃত অবস্থায় ছিলাম তখন

মসীহের সংগে তিনি আমাদের জীবিত করলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তোমরা নাজাত পেয়েছ। আমরা মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছি বলে আল্লাহ্ আমাদের মসীহের সংগে জীবিত করে মসীহের সংগেই বেহেশতে বসিয়েছেন। তিনি এই কাজ করেছেন যেন তিনি তাঁর তুলনাহীন অশেষ রহমত আগামী যুগ যুগ ধরে দেখাতে পারেন। তিনি মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে আমাদের উপর দয়া করে যা করেছেন তাতেই তাঁর এই রহমত প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয়নি, তা আল্লাহ্‌রই দান। এটা কাজের ফল হিসেবে দেয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে। আমরা আল্লাহ্‌র হাতের তৈরী। আল্লাহ্ মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত করে আমাদের নূতন করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা সৎকাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।

ব্যক্তিগতভাবে খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে খোদায়ী রহমত আমাদিগকে দান করেন।

নবীদের কিতাব

যিরমিয় ৩১ ঃ ৩৪ আয়াত- আমি তাদের আল্লাহ্ হব আর তারা আমারই বান্দা হবে। নিজের প্রতিবেশীকে এবং নিজের ভাইকে কেউ এই বলে আর কখনও শিক্ষা দিবে না, 'মাবুদকে চিনতে শেখ,' কারণ সবাই আমাকে চিনবে। সেজন্য আমি তাদের অন্যায় মাফ করব, তাদের গুনাহ্ আর কখনও মনে রাখব না। আমি মাবুদ এই কথা বলছি।

ইঞ্জিল শরীফ

রোমীয় ৮ ঃ ১৩-১৫ আয়াত- যদি তোমরা গুনাহ্ স্বভাবের অধীনে চল তবে তোমরা চিরকালের জন্য মরবে। কিন্তু যদি পাক-রূহের দ্বারা শরীরের সব অন্যায় কাজ ধ্বংস করে ফেল তবে চিরকাল জীবিত থাকবে, কারণ যারা আল্লাহ্‌র রূহের পরিচালনায় চলে তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান।

ইব্রাণী ১০ ঃ ১২-১৪ আয়াত- ঈসা কিন্তু গুনাহের জন্য চিরকালের মত একটি মাত্র কোরবানী দিয়ে আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসলেন। ----- যাদের পাক-পবিত্র করা হয়েছে ঐ একটি কোরবানীর দ্বারা তিনি চিরকালের জন্য তাদের পূর্ণতা দান করেছেন।

১ম ইউহোন্না ৩ ঃ ৪-৬ আয়াত- যারা গুনাহ্ করে তারা আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করে। গুনাহ্ হল আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করা। তোমরা তো জান যে, আমাদের গুনাহ্ দূর করবার জন্যই মসীহ্ প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। যারা মসীহের মধ্যে থাকে তারা গুনাহে পড়ে থাকে না। যারা গুনাহে পড়ে থাকে তারা মসীহকে দেখেও নি এবং জানেও নি।

হৃদয়ে সত্যিকারের শান্তি এবং অনন্তজীবন গ্রহণ করে বেহেস্তে খোদার সাথে থাকার নিশ্চয়তা মসীহ্ আমাদের দান করেন।

আল-জবুর

৪ রুকু ৮ আয়াত- হে মাবুদ, তুমিই আমাকে নির্ভয়ে রাখছ, তাই আমি শুয়ে শান্তিতে ঘুমাব।

ইউহোন্না ৬ ঃ ৪৭ আয়াত- আমি (হযরত ঈসা মসীহ্) আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়।

ইউহোন্না ১৪ ঃ ২৭ আয়াত- আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে।

রোমীয় ৫ ঃ ১-২ আয়াত- ঈমানের মধ্য দিয়েই আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে আর তার ফলেই হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ও আমাদের মধ্যে শান্তি হয়েছে। আল্লাহ্র এই যে রহমতের পথে এখন আমরা চলছি সেখানে আমরা মসীহের মধ্য দিয়ে ঈমানের দ্বারাই পৌঁছেছি। আল্লাহ্র মহিমা পাবার আশায় আমরা আনন্দ বোধ করছি।

ফিলিপীয় ৪ ঃ ৬-৭ আয়াত- কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করিও না, বরং তোমাদের সমস্ত চাহিবার বিষয় শুকরিয়ার সংগে মুনাজাতের দ্বারা আল্লাহ্কে জানাও। তার ফলে, আল্লাহ্র দেয়া যে শান্তির কথা মানুষ চিন্তা করেও বুঝতে পারে না, মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে সেই শান্তি তোমাদের দিল ও মনকে রক্ষা করবে।

হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে খোদার প্রতি আমাদের যে নতুন ভালবাসা এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে জীবন-যাপনের যে আকাংখা তা আমাদেরকে

আমাদের জীবনের পুরাতন গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং সে সমস্তকে ত্যাগ করতে শক্তি যোগায়।

২য় করিন্থীয় ৫ ঃ ১৪-১৮ আয়াত- মসীহের মহব্বতই আমাদের বশে রেখে চালাচ্ছে, কারণ আমরা নিশ্চয় করে বুঝেছি যে, সকলের হয়ে একজন মরলেন, আর সেইজন্য সকলেই মরল। তিনি সবার হয়ে মরেছিলেন, যেন যারা জীবিত আছে তারা আর নিজেদের জন্য বেঁচে না থাকে, বরং যিনি তাদের জন্য মরেছিলেন ও জীবিত হয়েছেন তাঁরই জন্য বেঁচে থাকে। ----- যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্টি হল। তার পুরাতন সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে। এই সব আল্লাহ্ থেকেই হয়।

কলসীয় ৩ ঃ ৯-১০ আয়াত- একজন অন্যজনের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কারণ তোমাদের পুরাতন "আমি"কে তার কাজশুদ্ধ কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলে তোমরা তো নতুন "আমি"কে পরেছ। এই নতুন "আমি" আরও নতুন হতে হতে তার সৃষ্টিকর্তার মত হচ্ছে, যেন সেই সৃষ্টিকর্তাকে তোমরা পরিপূর্ণভাবে জানতে পার।

আপনি যদি এ পাঠ সমূহের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে বুঝতে পারেন যে, আপনি একজন গুনাহ্গার। আর খোদা এ গুনাহ্ থেকে নাজাত দান করার জন্য হযরত ঈসা মসীহ্কে দুনিয়ায় পাঠায়েছেন এবং তিনি আপনার গুনাহের মূল্যরূপে সলীবে নিজের জীবন কোরবাণী করে আপনাকে

গুনাহের থেকে নাজাত দান করেছেন, তাহলে এখনই নিম্নলিখিত মোনাজাতের মাধ্যমে আপনি হযরত ঈসার উপর ঈমান এনে গুনাহের ক্ষমা গ্রহণ করুন।

"হে! বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি আমার অতীত জীবনের সমস্ত মন্দতা, অন্ধকার ও গুনাহ্ তোমার কাছে সঁপে দিলাম। আর এখন আমি তোমার কাছে আসতে সাহস করলাম কারণ আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। আমি তোমার কালাম ও রূহ্, মসীহ্কে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, যিনি আমার গুনাহের শাস্তি গ্রহণ করে মূল্য হিসেবে নিজেকে সলীবে কোরবাণী দিয়েছেন এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন এবং এখন তোমার ডান পাশে বসে আমার জন্য তোমার কাছে ফরিয়াদ করছেন।

হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে দিয়ে আমি এখন তোমার কাছে নিজেকে সমর্পিত করছি। আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে অনন্তজীবন ও হৃদয়ে শান্তি দান করবে এবং এমন হৃদয় দান কর, যে হৃদয় গুনাহ্কে পরিত্যাগ করে তোমার বাধ্য হবে। আমার এই ফরিয়াদ গ্রহণ করার জন্য তোমাকে শুকরিয়া। এই মোনাজাত হযরত ঈসা মসীহের নামে কবুল কর। আমেন।"

আপনি ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা কোর্সের সবগুলো পাঠ যথেষ্ট ধৈর্য্যের সাথে সমাপ্ত করেছেন। যদি এ বিষয়ে আপনার আরো জানার থাকে তাহলে আমাদের ঠিকানায় চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করুন, আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী আপনাকে সহযোগীতা করতে চেষ্টা করব। যারা সত্যিকার জ্ঞান পিপাসু আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন।

এই পাঠের সাথে সংযুক্ত প্রশ্নোত্তরখানা পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। সফলতার সাথে ডাকযোগে কোর্সটি সমাপ্ত করার নিদর্শন হিসেবে আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য রয়েছে একটি ছোট্ট উপহার ও সনদপত্র। যথা সময়ে পত্রের মাধ্যমে তা আপনাকে আমরা জানিয়ে দিব। **খোদা আপনার সহায় হোন। আমেন।**

ডাকযোগে আসমানি কিতাব শিক্ষা

৭ম পাঠ

যখন আমরা খোদার দান গ্রহণ করি, তখন আমরা তাঁর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করি

"প্রশ্নপত্র"

১. যদি আমরা খোদার কাছে না আসি তাহলে-

ঘ) আমরা তাঁর বিচারের অধীন হই, যা অত্যন্ত কঠোর ।
ঙ) তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে আসতে সাহায্য করেন।
চ) তিনি আমাদেরকে তাঁর ক্ষমা দান করেন।

২. হযরত ঈসা মসীহ্ কাদেরকে নাজাত দান করতে এসেছেন?

ঘ) গুনাহ্গারদেরকে।
ঙ) পরহেজগারদেরকে।
চ) সমস্ত মানবজাতিকে।

৩. আমরা কেন হযরত ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনব?

উত্তর ঃ ----------

---

৪. হযরত ঈসা মসীহ্ আমাদেরকে কি নিশ্চয়তা দান করেছেন?

উত্তর ঃ ----------

---

৫. ইঞ্জিল শরীফ; ফিলিপীয় ৪ ঃ ৬-৭ আয়াত লিখুন।

উত্তর ঃ ----------

---

৬. আমাদেরকে নাজাত দান করবার জন্য হযরত ঈসা মসীহ্ কি করেছেন?

উত্তর ঃ ----------

---

৭. আল-জবুর ৪ রুকু ৮ আয়াত লিখুন।

উত্তর ঃ ----------

---

৮. শূণ্যস্থান পূরণ করুন ঃ
কোন বিষয় নিয়ে ---------- করিও না, বরং তোমাদের সমস্ত চাহিবার বিষয় ---------- সংগে ---------- মুনাজাতের দ্বারা আল্লাহ্‌কে জানাও। তার ফলে, আল্লাহ্‌র দেয়া ---------- কথা মানুষ চিন্তা করেও বুঝতে পারে না, ---------- সেই শান্তি তোমাদের ---------- রক্ষা করবে।

৯. সৃষ্টিকর্তাকে পরিপূর্ণ ভাবে জানতে হলে আমাদের কি করতে হবে?
উত্তর ঃ ----------
---

১০. আপনি কি মোনাজাতের মাধ্যমে হযরত ঈসা মসীহ্‌কে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন? সংক্ষেপে আপনার উপলব্ধি লিখুন।

যদি আপনি সত্যিকার হৃদয়ে হযরত ঈসা মসীহ্‌কে আপনার নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে নিম্নের ফরমটি পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যেন আমরাও আপনার সাথে সর্বশক্তিমান খোদার শুকরিয়া আদায় করতে পারি ॥

আমি----------

হযরত ঈসা মসীহ্‌কে আমার
নাজাতদাতা ও প্রভু হিসেবে আমার
সমস্ত জীবন তাঁর কাছে সঁপে দিলাম।

ক্রমিক নং ঃ
নাম ঃ ---------- বয়স----------